R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই চৈত্র, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
২রা এপ্রিল, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

## ধুলিয়ান পৌরসভায় বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা চাইল কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌরসভায় গত পৌর নির্বাচনে ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস ১৩টি ওয়ার্ডে নির্বাচিত হয়ে এককভাবে পৌর বোর্ড গঠন করে। পৌরপতি নির্বাচিত হন সওদাগর আলি এবং উপ-পৌরপতি নির্বাচিত হন ১৯ নং ওয়ার্ডের সঞ্জয় জৈন। পরবর্তীতে সঞ্জয় জৈনকে অপসারণ করে উপ-পৌরপতি নির্বাচিত হন ৭ নং ওয়ার্ডের প্রশান্ত সরকার। এরপর দুর্নীতির অভিযোগে বহরমপুরের সাংসদ তথা মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী সওদাগর আলিকে পৌরপতির পদ ও কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করায় কংগ্রেস কাউন্সিলাররা দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একটি দলে ৭ জন কাউন্সিলার সওদাগর আলির পক্ষে ও অপর ছয় জন প্রাক্তন পৌরপতি ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সফর আলির পক্ষে থাকে। অপরদিকে বামফ্রন্টের ৬ জন কাউন্সিলার বিরোধী আসনে ছিল। এই পরিস্থিতিতে সওদাগর আলি সংখ্যালঘু হওয়ার ফলে সি, পি, এম সওদাগর আলিকে বাইরে থেকে সমর্থন করায় সওদাগর আলি পৌরপতি থেকে যান। হঠাৎ সকর আলি বামফ্রন্টের ২ জন কাউন্সিলারকে দলে নিয়ে গত ২৬ মার্চ সওদাগর আলির বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন। এর ফলে ধুলিয়ান পৌরসভায় একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। বামফ্রন্টের ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ফারুক হোসেন এবং ১৭ নং ওয়ার্ডের আর এস পির একমাত্র কাউন্সিলার অশোক সিংহ সফর আলির সঙ্গে হাত মেলানয় সি পি এম খানিকটা অস্বস্তিতে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## ভূয়া সার্টিফিকেট নিয়ে পালাক্রমে তদন্ত চললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সবুজবরণ সরকার জেলা শাসকের নির্দেশে ভূয়া এস সি/এস টি সার্টিফিকেটধারীদের নামে এক চিঠি করে ( মেমো নং ১০০৯ (৪০) তাং ১২-৩-০৩ ) ২৭ মার্চের মধ্যে তাঁর দপ্তরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেবার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিজার্ভেশনের এ্যাসিঃ কমিশনার পি, এন সমাদ্দারের নির্দেশে ( মেমো নং ৬৬৭-বি, সি, ডবলিউ/এম, আর ৩৮/৯৫ তাং কোলকাতা ২৪ ফেব্রুয়ারী '২০০৩ ) জেলা শাসক মনোজ পন্থ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা সত্বর পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে চাপ দেন বলে খবর। ভূয়া সার্টিফিকেট নিয়ে বিধায়ক মোস্তাক আলম এবং নেপাল মাহাতো বিধানসভায় প্রশ্নও তোলেন। গত ২৫ মার্চ কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বিডিওদেরও এলাকাভিত্তিক অভিযুক্তদের নামের তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানান। প্রতিনিধি দল ঐ দিনই রঘুনাথগঞ্জ ১-এর বিডিও বাসব ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করে ভূয়া সার্টিফিকেটধারীদের পূর্বপুরুষদের দলিলপত্র তাঁর সামনে হাজির করলে তিনি ঐ সব নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন। এক মাসের মধ্যে এর কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে ধর্ণা দেবেন বলে কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রতিনিধিকে জানানো হয়।

## জঙ্গিপুর পুরসভার বঞ্চনার প্রতিবাদে ২ মে বিজেপি বন্ধ ডাকছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ষ্টেট বাসের সঙ্গে ট্রেকার ষ্ট্যান্ডও জঙ্গিপুর পারে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সবুজবরণ সরকার গত ২৫ মার্চ। এক বিবৃতিতে এই খবর জানান বিজেপির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী। তিনি আরো জানান, ১৫ দিনের মধ্যে প্রশাসন বা পুর কর্তৃপক্ষ রঘুনাথগঞ্জ মহকুমা শহরের প্রতি অন্যায় বঞ্চনার দু মুখো নীতি বন্ধ না করলে বা একই পুরসভার দু' পারে দু' রকম সুযোগ সুবিধা থাকলে বিজেপি ২ মে রঘুনাথগঞ্জ পারের ৮টি ওয়ার্ডে বন্ধ ডেকে বঞ্চনার প্রতিবাদ করবে। এছাড়া সারফেস ওয়াটার সরবরাহে রঘুনাথগঞ্জ শহরে একই ব্যবস্থা চালু করা, পুরসভার অর্থ বিনা টেন্ডারে খুশিমতো খরচ বন্ধ করা, পানীয় জল উপেক্ষা ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## মহকুমার দিকে দিকে যুদ্ধ বিরোধী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ মার্চ ফরাক্কা ব্যারেজে জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খানের আহ্বানে যুদ্ধ বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর, এস, পি নেতা লালগোপাল চৌধুরী। বিভিন্ন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার ফুটবল ক্লাব, অসংখ্য খেটে খাওয়া মানুষ। এই সভায় মা-বোনেদের উপস্থিতিও ছিল দেখার মত। অনুষ্ঠানের প্রথমে বেতার শিল্পী আশীষ উপাধ্যায় ও তাঁর দলবল যুদ্ধ বিরোধী সঙ্গীত এবং ফরাক্কা নাট্যাঙ্গন সংস্থা একটি ছোট্ট যুদ্ধ বিরোধী পথ নাটিকা পরিবেশন করেন। সব শেষে সাংসদ আবুল হাসনাৎ বলেন—"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৯ সাল।

## ॥ অথ নিষ্ঠীবন কথা ॥

আমাদের চারিপাশের যে জগৎ যেখানে আমরা বাস করি তাহার পরিচিতি হইল পরিবেশ। এই শব্দটি সাম্প্রতিক-কালে আরো ব্যাপ্তি এবং ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। এই পরিবেশ হইতে আমরা নিত্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছি আমাদের জীবন ধারণের রসদ এবং রসায়ন। তাই পরিবেশ রক্ষা করিবার দায় এবং দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং তাহা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস নিয়তই আমাদের লালন এবং রক্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে তাহারা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। সুস্থতা থাকার নামান্তর স্বাস্থ্য। পারিবেশিক সুস্থতা রক্ষার অর্থ জনস্বাস্থ্য রক্ষা। এই স্বার্থ রক্ষা আমাদের আত্মরক্ষার গরজে এবং প্রয়োজনে।

মানুষ, মনে হয় স্বভাবতই স্বার্থপর এবং কৃতঘ্ন। আবার নির্বোধও বটে। নিজের ক্ষতি করিয়া নির্বোধের আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। ভুলিয়া যায় নিজের প্রতি যেমন, সমাজের অন্যজনের প্রতিও তাহাদের দায়িত্ব এবং দায়ভার রহিয়াছে। পরিবেশ তো কাহারও একার নহে। পরিবেশকে জঞ্জাল মুক্ত, দূষণ মুক্ত রাখিবার ইতিকর্ত্তব্য সকল মানুষের আছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মূলতঃ সুস্থ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানুষের জীবনরক্ষার বিশল্যকরণী। ভুলিলে চলিবেনা—মানুষের দায় হইতেছে মহামানবের দায়। কিন্তু বেদনার বিষয় মানুষ অন্ধভাবে দায় এড়াইয়া চলিতে চাহে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? তপ্ত মরুভূমিতে বালুকারাশির মধ্যে উটের মত নাক মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিলে কি ঝড় ঝটিকার আঘাত হইতে তাহার আত্মপ্রাণ লাভ করা সম্ভব? আপন বসবাসের পরিবেশ পরিমন্ডলকে যদি মানুষেরা অন্ধ-স্বার্থে দূষিত করিয়া থাকে—তাহার ফল তো তাহাদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। মনে হয় জীবনের একটা মূল্য আছে, আছে মূল্যবোধ তাহা আমরা মানুষেরা হারাইয়া ফেলিতেছি। সভ্য মানুষের বর্বরতা, স্বার্থপরতা আবার কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা পৃথিবীকে ক্লেদাক্ত অপরিচ্ছন্ন অবাসযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। স্বার্থ নিবিষ্ট মানুষ ইহার দ্বারা নিজের কবর নিজেই খুঁড়িয়া চলিয়াছে।

জনস্বাস্থ্য বলিয়া একটি কথা আছে। তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সকল মানুষের। নিজেকে যেমন নিজের স্বাস্থ্য বিধি মানিয়া চলিতে হয় তেমনি সমাজের স্বাস্থ্য বিধি বলিয়া কিছু কথা আছে, তাহাও মানিয়া চলিবার প্রয়োজন আছে। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব। তাই কিছু পাবলিক নুইস্যান্স বিষয়ে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের অনেক বদ্ অভ্যাস আছে। আত্মসুখমগ্ন মানুষ আমরা তাহাকে লইয়া ভাবিনা। আমার কাজে অন্যের ক্ষতি হয় এমত চিন্তা আমরা করিনা অথবা করিতে পারিনা। ইহা অবশ্যই মূঢ়তা। সম্প্রতি রাজ্য সরকার মানুষের বিশেষ একটি বদ্ভ্যাসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। রাস্তাঘাটে, যেখানে সেখানে নির্বিচারে থুতু ফেলার প্রবণতা এবং কদাভ্যাস মানুষের এক রকম চরিত্রগত হইয়া উঠিয়াছে। ধূমপানের মতই নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ—কদাভ্যাস। তাহারা বাসে, হাসপাতালে, আফিসে, সিড়িঁতে, লিফ্টে, বিদ্যালয়ে, প্রেক্ষাগৃহে—এই রকম আরো কত জনবহুল জায়গায় অশালীনভাবে থুথু ফেলিয়া থাকে। সকল মানুষই সুস্থ নীরোগ দেহী নন। অনেকের থুথুর মধ্যে থাকিতে পারে নানা রকম সংক্রামক রোগের জীবাণু। তাহা শুকাইয়া গিয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে এবং সুস্থ মানুষকেও সংক্রামিত করিতে পারে। যাহারা পানমশলা, খৈনী, গুটখা খান তাহাদের অনেকেই বেশি করিয়া চলার পথে যত্র তত্র থুথু নিক্ষেপ করেন। যাহারা পান খাইয়া থাকেন তাহাদের অধিকাংশই পানের পিক্ অবলীলায় ফেলিয়া চলেন। তাহাদের নিক্ষেপিত থুথু অন্যের পোশাকে পড়িয়া তাহা কলঙ্কিত করিতে পারে সে কথা তাহাদের চেতনায় আসে না। এই ধরনের কদর্য অভ্যাস বন্ধের জন্য আইন আসিতেছে —তাহা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আইন বড় কথা নয়, বড় কথা হইল মানুষের সচেতনতা। সভ্য মানুষের-এ জাতীয় অসভ্য আচরণের অভ্যাস যেমন ত্যাগ করা দরকার তেমনি বিশেষ বিশেষ স্থানে 'স্পিটুন' বা থুথু ফেলিবার জায়গাও নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। বিশ্ব যক্ষ্মা নিবারণ দিবস পালনই এই বিষয়ে পরিবেশ সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে বলিয়া বোধ হয়।

## অধরা মাধুরী

শীলভদ্র সান্যাল

মাধুরী শেষ পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেল। বিশ্বকাপটা ভারতের হাতের নাগালে এসেও ফস্কে গেল। গত দেড় মাস যাবৎ সমস্ত-উত্তেজনা উন্মাদনার পরিসমাপ্তি ঘটল গত তেইশে মার্চ। ফল, ভারত ১২৫ রাণে গত বারের বিশ্ব চাম্পিয়ান অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত। এর আগে অষ্ট্রেলিয়া জেতে উনিশশ' সাতাশী ও নিরানব্বই সালে। কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারত প্রথমবার ফাইনালে উঠেই বিশ্বকাপ জিতেছিল সেই উনিশশ' তিরাশী সালে, ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস্-এর মাঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বাধীন ওয়েষ্ট-ইন্ডিজ। ভারত সেবার আটচল্লিশ রাণে জিতেছিল। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ভারত এবার ফাইন্যালে ওঠাতে আমাদের প্রত্যাশা প্রায় জাতীয় উৎসবের চেহারা নিয়েছিল। পতাকা ফেষ্টুনে চারিদিক এমন ছেয়ে গিয়েছিল যে ভুল হচ্ছিল এই ভেবে, আজ কি স্বাধীনতা অথবা প্রজাতন্ত্র দিবস? অসিদের দুর্ধর্ষ ব্যাটিং ধীরে ধীরে ছবিটা পাল্টে দিল। ভারতীয় বোলিং কে নিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা করল তারা। প্রায় ক্লাবস্তরে দামিয়ে আনল। এ কোন্ ভারত? যারা পর পর আটটা ম্যাচ জিতে ফাইন্যালে উঠেছে? মনে হল অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ বুঝি নামিবিয়া বা কানাডার মত দেশ! অষ্ট্রেলিয়া তাঁদের রাণটাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেল। এ পর্যন্ত বিশ্বকাপের কোন ম্যাচে এত রাণ সংগৃহীত হয়নি। ফাইন্যালে তো নয়ই! টসে জিতে সৌরভের ফিল্ডিং নেওয়া উচিত হয়েছিল কি না তা নিয়ে ভবিষ্যতে বহু কাটাছেঁড়া হবে, যাঁরা জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছিলেন, তাঁদের খলনায়ক বানানোরও চেষ্টা হবে, তবে আমাদের মনে হয়, ফাইন্যালের দিনে ভাগ্যলক্ষ্মী ভারতের সঙ্গে ছিলেন না। কথায় আছে না, যার শেষ ভাল তার সব ভাল! এতদূর এগিয়ে এসেও শেষ রক্ষা হল না, এর চেয়ে পরম আফশোষের বিষয় আর কী হতে পারে। ফাইন্যালে এমন একপেশে খেলা দেখব, এ যে আমরা কল্পনাও করিনি। তবে মজা হল, যা ভাবা যায়, তা অনেক সময় ঘটে না, যা ঘটে, তা ভাবনারও বাইরে থাকে। একেই বলে পোয়েটিক জাস্টিস্। আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিলে আনন্দ অনেক বেড়ে যায়, আর নিজের দুঃখকে সবার দুঃখের অংশী করে নিতে পারলে দুঃখের বোঝা যায় কমে। পরাজয়ের নিঃসীম শূন্যতা ও বেদনা আমরা ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

# বসন্তের কোকিল

কল্যাণকুমার পাল

কোকিল যেন বসন্তেরই দূত। ঋতুরাজ বসন্ত দ্বারে আসতেই কুহু-কুহু তানে তাই সে এই বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে। কোকিলের সুমিষ্ট মধুর স্বর আমাদের মনকে মাতিয়ে তোলে। হৃদয় যেন কোকিলের মতো গান গেয়ে ওঠে। আর প্রকৃতি! প্রকৃতি যেন কোকিলের ডাকে নূতন সাজে সেজে উঠে। কত ফুল ফোটে গাছে-গাছে। নানা রঙের ফুলগুলি তার পাপড়ি মেলে ধরে আকাশে। সৌরভে আমোদিত হয় মাটির বুক। মৌমাছি গুণ-গুণ করে আসে—তার যেন দাঁড়াবার সময় নেই। মধু আহরণের নেশায় সে পাগল। কোকিলের ডাকে তার মন আনচান করে। আর প্রজাপতি তার রঙিন পাখনায় ডানা মেলে দেয় দূরে—বহু দূরে।

আর বসন্ত সখা কোকিল! সে তো আনন্দে আত্মহারা। আমের মুকুলের গন্ধে তার মন মাতোয়ারা। ফুলের গন্ধে যেন তার ঘুম নেই। সে গেয়ে উঠে বসন্তেরই গান। সুরের ঝরণা ধারায় সে ভোরবেলাটুকু ভরে দেয় কুহু কুহু তানে।

দুরন্ত শীতে যেন সে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। গান ছিল না তার কণ্ঠে—সুর গিয়েছিল হারিয়ে। শীতে কাবু হয়ে সে শুধু চুপটি মেরে বসে থাকত—গাছের পাতায়-পাতায়, ডালে-ডালে। কোকিল আছে কি নেই—তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না। পক্ষী বিশেষজ্ঞরা বলেন—কোকিল আমাদের চারপাশে গাছের ডালে সব সময় আছে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত—সব ঋতুতেই কোকিল আমাদের কাছেই থাকে। কিন্তু থেকেও যেন সে থাকে না। তার কোন অস্তিত্বই আমরা বুঝতে পারিনা। বসন্ত এলেই সে কণ্ঠ ফিরে পায়। বসন্তের হাওয়াই, দক্ষিণা বাতাসে সে যৌবনেরই গান গেয়ে উঠে। বসন্ত দ্বারে আসতেই তার প্রজনন ঋতু শুরু হয়। তাই পুরুষ কোকিল তার সঙ্গিনীকে খুঁজে পাবার জন্য ডাক দেয় কুহু কুহু রবে। ঐ ডাকটিও বড় অদ্ভুত। কি যেন জাদু আছে ঐ ডাকে। প্রথম প্রথম ডাকটি শুরু হয় খুব নীচু পর্দায়। তারপর ক্রমে-ক্রমে সুর চড়তে থাকে। চরম পর্যায়ে গিয়ে ডাকটি থেমে যায়। তারপর আবার নীচু পর্দা থেকে শুরু করে সেই ডাকটি। পুরুষ কোকিলের এই ডাক ঈশ্বরেরই দান। স্ত্রী কোকিলের কণ্ঠে এই গান নেই—সেই সুর। অর্থাৎ স্ত্রী কোকিল কুহু কুহু স্বরে ডাকতে পারেনা। গাছের ডালে-ডালে লাফিয়ে বেড়াবার সময় স্ত্রী কোকিলের কণ্ঠে কিক্-কিক্ তীক্ষ্ম ডাক শোনা যায় মাত্র।

কোকিল মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে চায়না। তাই সাধারণতঃ কোকিল চোখে দেখা যায় না। কোকিল আকারে প্রায় কাকের মতো তবে কাকের চেয়ে একটু পাতলা গড়ন। আর লেজটি কাকের চেয়ে লম্বা। পুরুষ কোকিলের গায়ের রং ঝকঝকে উজ্জ্বল কালো। ঠোঁটটি হলদেটে সবুজ আর চোখ দুটি রক্তের মতো লাল। আর স্ত্রী কোকিলের গায়ের রং বাদামী তার উপর সাদা-সাদা ছিট্-ছিট্ দাগ আছে। কি খায় কোকিল? কোকিল খায় বটফল, ডুমুর, কুলজাতীয় অন্য ফল আর শুয়োপোকা। সব পাখির বাসা আছে—বাসাই যেন পাখির শান্তির নীড়। কিন্তু কোকিলের বাসা নেই। সমস্ত পৃথিবী যেন তার নীড় আর বেচারা স্ত্রী কোকিল তখন আর কি করে? চুপি চুপি কাকের বাসায় গিয়ে তার ডিম পেড়ে আসে। তবে স্ত্রী কোকিল খুব বুদ্ধিমতী। তার সব ডিম একটি কাকের বাসায় দেয় না—বিভিন্ন বাসায় ভাগাভাগি করে তার ডিমগুলি রেখে দেয়। ডিমগুলি দেখতেও কাকের ডিমের মতই বাদামী সবুজ রঙের তাতে লালচে ছিট থাকে। আকারে নাকি কাকের ডিমের চেয়ে সামান্য ছোট। কাক দিনরাত ঘেটে-ঘুটে ডিমে তা দিয়ে-দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। কোকিলের ডিম ফেটে কোকিল ছানা বেরিয়ে আসে। তখনও কাক বাৎসল্যে প্রেমে কোকিল ছানাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে। কাক যখন বুঝতে পারে আসলে বাচ্চাটি তার নয়—কোকিলের তখন কাক তার ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাটিকে ঠোঁকরায়। অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল কোকিল ছানা মারাও যায়। আর যে সব কোকিল ছানা অপেক্ষাকৃত সবল তারা অনাদর বুঝতে পেরে গাছের পাতায় লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

অলস এই কোকিলের সংখ্যা কি দিন দিন কমে আসছে? পক্ষী বিশেষজ্ঞদের ধারণা ঠিক সেই রকমই। কিন্তু কোকিলের তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে শুধু গান গেয়ে যায়। গান গাওয়াতেই তার আনন্দ। তাই বসন্ত আসতেই কোকিল কুহু কুহু সুরে আমাদের মনোবীণাকে ভরিয়ে দেয় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

## বিভিন্ন দাবীতে বিড়ি মুন্সীদের মহামিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ মার্চ ধুলিয়ান শহরে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি মুন্সী ইউনিয়ন এক মহা মিছিলের মাধ্যমে ধুলিয়ান শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। বিড়ি মুন্সীরা ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করছে বহুদিন থেকে। কিন্তু বিড়ি মালিকরা তাদের এই দাবী না মানায় আজ তারা মহামিছিল করে তাদের দাবীপত্র মালিকপক্ষের হাতে তুলে দেয়। তারা আরো জানায়, যদি তাদের দাবিগুলি মালিকপক্ষ না মানে তাহলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে তারা যাবে। এক সাক্ষাৎকারে বিড়ি মুন্সি ইউনিয়নের সম্পাদক জানালেন, বালাজী বিড়ি ও বিশ্বসুন্দরী বিড়ির মালিক পক্ষ প্রায় ১৫ সপ্তাহ ধরে বিড়ির মজুরী দিচ্ছে না। এই মালিকদের কাছে ৭ কোটি টাকা বাকি। মালিক পক্ষ ধুলিয়ান ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিড়ি মুন্সীদের মেলায় হাত। অথচ শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক পক্ষের সাথে চুক্তি হয় প্রতি সপ্তাহে মজুরী মিটিয়ে দেবার। কিন্তু মালিক পক্ষ তা ভঙ্গ করে দিচ্ছে অহরহ।

## মেয়েদের স্নানের ঘাটে বেলেল্লাপনা বন্ধ হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বাবুবাজারের লোকেদের গঙ্গা নদীতে স্নান করার একমাত্র ঘাট ধনপতনগর পথের উপর 'লালার ঘাট'। সব সম্প্রদায়ের মহিলা পুরুষ এই ঘাটে স্নান করেন। ইদানীং রঘুনাথপুর ও রহমানপুরের কিছু উঠতি ছেলে স্নান করার নামে নদীতীরে অহেতুক বসে থেকে স্নানরত মেয়েদের নানারকম কটুক্তি করছে। গত ১৬ মার্চ বাসন্তীতলা ক্লাবের কিছু ছেলে এর প্রতিবাদ করতে নদীতীরে উপস্থিত হলে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। এই অবস্থা চললে এখানে একটা গন্ডগোল এবং তা সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করছেন। তার উপর পাশের তারিখানায় মাতালদের সমাবেশ হয়। তাতে অশান্তি আরও বাড়তে পারে। এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।


**বাড়ী বিক্রয়**

চালতিয়ায় ( বহরমপুর জর্জ কোর্ট হইতে ½ মাইল ) দ্বিতল ( ১২০০ বঃ ফুঃ ) বাড়ী বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। ফোন নং ২৫৪৬০৩ এস, টি, ডি ঃ ০৩৪৮২ ( সকাল ৭টা—১০টা, বিকাল ৫টা—রাত্রি ১০টা )


**অধরা মাধুরী** ( ২য় পৃষ্ঠার পর )

দেশের প্রতিটি খেলোয়াড়সহ সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যেন অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বকে খাটো ক'রে না দেখি। যোগ্য দল হিসেবেই ওরা জিতেছে, একটিও ম্যাচে না হেরে। সমস্ত বিভাগেই ওরা ভারতকে টেক্কা দিয়ে গেছে। হ্যাটস্ অফ্ টু অস্ট্রেলিয়া।

**যুদ্ধ বিরোধী সভা** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ আমরা মানছি না, মানবনা। আমরা মানবতার পক্ষে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমরা আর একটিও হিরোশিমা নাগাসাকি হতে দেব না। টাইগ্রিস নদীর জল আর শহীদদের রক্তে রাঙা হতে দেব না।'' অনুষ্ঠান শেষে সমবেত মানুষের এক মিছিল ''যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, যুদ্ধ বন্ধ কর'' ইত্যাদি ফেস্টুনসহ ফরাক্কা ব্যারেজ টাউন পরিক্রমা করে চিত্তরঞ্জন মার্কেট এসে পৌঁছায় এবং সেখানে সাংসদ নিজ হাতে জর্জ বুশ এবং টনি ব্লেয়ারের কুশপুত্তলিকায় আগুন জেবলে দেন।

ইরাকে মার্কিন হানার বিরুদ্ধে গত ২৭ মার্চ ধুলিয়ান শহরে সিপিএমের উদ্যোগে এক বিশাল মিছিল ধুলিয়ান শহর পরিক্রমা করে। এই যুদ্ধ বিরোধী মিছিলে ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এ মহিলারা অংশ নেন। শহর পরিক্রমার পর ধুলিয়ান বাসস্ট্যান্ডে এক সভায় মার্কিনীদের দাদাগিরির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। পরে বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

## আফিডেবিট

আমি অচিন্ত্য হালদার, পিতা রক্ষাদেব হালদার, বালিঘাটা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার স্কুল সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম অচিন্ত্যকুমার হালদার উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সর্বত্র অচিন্ত্য হালদার নামে পরিচিতের জন্য গত ২৫ মার্চ ২০০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

## আফিডেবিট

আমি এন্তাজ সেখ ( Entaj Sk. ) পিতা সৈফুদ্দিন সেখ, গ্রাম আহম্মদপুর, পোঃ সম্মতিনগর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। কোথাও কোথাও আমার নাম Mohammad Entaz Ali লেখা হয়েছে। Entaj Sk. এবং Mohammad Entaz Ali একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২৯শে মার্চ '২০০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

**National Thermal Power Corporation Limited**

( A Govt. of India Enterprise )

**Farakka Super Thermal Power Station**

**NOTICE INVITING TENDER**

( Domestic Competitive Bidding )

NIT No. T-01/8673

Sealed tenders are invited by NTPC-Farakka from eligible bidders for following work :

| Sl No. | NIT No. Package No. | Period of Issue of tender documents | Last Date & time for receipt of Complete bid and Opening Technical bid. | Name of the work | Estimated cost / Earnest Money Deposit |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | T-01/8673 | 01.04.03 to 15.04.03 | 17.04.2003 2.30 P.M. | Raising. of Nishindra Ash Dyke Lagoon-II, 1st raising of Stage-II at NTPC-Farakka. | Rs. 211.00 lacs / Rs. 4,25,000.00 |

Qualifying Requirement provision on Purchase preference, if any, and other conditions are elaborated in detailed NIT.

For detailed NIT, please visit at www ntpctender. com or www. ntpc. co. in or www. ntpcindia. com or may contract Sr. Manager (CS) on Fax No. 03512-26085. Ph. No. 03512-26221.

The detailed NIT may also be available at www. tendernotices. net or www. tendercircle. com or www. all-tender. com or www. leema. org or www. tenderhome. com.

( Bidders are advised to regularly visit NTPC's Web sites for Tender Notices ).

ADDRESS FOR COMMUNICATION :

Sr. Manager ( Contracts )

National Thermal Power Corporation Ltd.

Farakka Super Thermal Power Station.

P.O. Nabarun, Dist. Murshidabad, West Bengal ( INDIA )

## পাত্র চাই

গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী ( ৩৪ বৎসর ) ৪´১০´´, নিজস্ব বাড়ী, শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার জন্য স্থানীয় চাকুরী / ব্যবসায়ী কর্মকার/অসবর্ণ পাত্র চাই।

যোগাযোগ করুন :

ফোন নং-২৬৬৬২৭

**অনাস্থা** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

পড়ে যায়। ঐ দিন পৌরপতিকে দপ্তরে পাওয়া যায়নি। অফিসে ছিলেন উপ-পৌরপতি প্রশান্ত সরকার। তাঁকে অনাস্থার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান তাঁরা পূর্ণ সমর্থন নিয়েই বোর্ডে আছেন এবং আস্থা ভোটে তারাই জয়ী হবেন। অপরদিকে সফর আলির দলের কাউন্সিলারদের কথা—তারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাউন্সিলার নিয়েই সওদাগর আলির বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছেন। পরবর্তী দৃশ্য দেখার জন্য ধুলিয়ানবাসীরা এখন অপেক্ষা করছেন।

**বন্ধ ডাকছে** (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে রবীন্দ্রভবনের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিলাসিতা করা, ধনপতনগরে নাম মাত্র পরিষেবা দিয়ে পুরসভার হারে ট্যাক্স আদায় করা, প্রকৃত গরীবদের বি পি এল তালিকা থেকে বাদ দিয়ে কাউন্সিলার পরিবারের নাম তোলা ইত্যাদিরও অভিযোগ আনেন বিজেপি নেতা।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।